ইসলামী দুনিয়া

আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদ সা:

প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ

মানব মুকুটের লেখক মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী তার বইয়ের প্রস্তাবনায় লিখেছেন : 'যে সমস্ত মহাপুরুষের আবির্ভাবে এই পাপ-পঙ্কিল পৃথিবী ধন্য হইয়াছে, যাঁহাদিগের প্রেমের অমৃত সেচনে দুঃখ তপ্ত মানবচিত্ত স্নিগ্ধ হইয়াছে, যাঁহারা মানব সমাজের যুগ্-যুগান্তরের কুক্ষিগত কালিমা রশ্মির মধ্য হইতে সূর্যের ন্যায় উত্থিত হইয়া পাপের কুহক ভাঙ্গিয়াছেন, ধর্মের নবীন কিরণ জ্বালাইয়াছেন ও পতিত মানবকে সত্য ও প্রেমে সঞ্জীবিত করিয়া নবীন জীবন পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন, ইসলাম ধর্মের প্রচারক হজরত মুহাম্মদ সা: তাঁহাদের অন্যতম।'

আমি জনাব চৌধুরীর সাথে একমত হয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে শুধু এটুকু সংযোজন করতে চাই : 'হজরত মুহাম্মদ সা: তা ছাড়াও ছিলেন বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক। তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনায়কও।' এই ছোট্ট নিবন্ধে শুধু এ সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলতে চাই। সাধের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে মক্কা থেকে যখন হজরত মুহাম্মদ সা: ইয়াসরিবে পা রাখলেন, ইয়াসরিবের জনসমষ্টি তাঁকে অভূতপূর্ব পরিবেশে অত্যন্ত আবেগঘন আবহে স্বাগত জানালেন। ইয়াসরিব নগরীর চাবি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে শুধু প্রিয়তম ব্যক্তিত্বরূপে আপন করে নিলেন তাই নয়; এই নগরীর পরিচালনার সব দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁর নেতৃত্ব অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিলেন। এই স্বীকৃতির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ইয়াসরিবের জনগণ তাদের প্রিয় নগরীর নামকরণ করলেন 'মদিনাতুন্নবী' অথবা 'মদিনাতুর রাসূল'। দিনটি ১২ রবিউল আউয়াল। খ্রিষ্টীয় ৬২২ অব্দের ২২ অথবা ২৪ সেপ্টেম্বর। একটি লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে (মদিনা চার্টার) বিশ্বের এই অংশে প্রতিষ্ঠিত হলো জনগণের সম্মতিভিত্তিক, কল্যাণমুখী, গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সৃষ্টি হলো অনবদ্য এক দৃষ্টান্ত সকল প্রকার স্বৈরাচারমুক্ত। ব্যক্তি প্রভাবের ঊর্ধ্বে। প্রভুত্ববাদকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণরূপে জনগণের সম্মতিভিত্তিক, চুক্তির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মদিনা রাষ্ট্রের জন্ম হলো।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের খ্যাতনামা দার্শনিক জন লক (ঔড়যহ খড়পশ) যে তত্ত্বের ভিত্তিতে বলেছিলেন- 'সেই রাষ্ট্রই সর্বশ্রেষ্ঠ যা শাসিতদের সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' [ঞযধঃ মড়াবৎহসবহঃ রং ঃযব নবংঃ ড়হব যিরপয রং নধংবফ ড়হ ঃযব পড়হংবহঃ ড়ভ ঃযব মড়াবৎহসবহঃ] সেই তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে মদিনায় ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে এবং এই অনবদ্য সৃষ্টির মূলে ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মনীষী হজরত মুহাম্মদ সা:। এই নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয় মহানবীর নেতৃত্বে মসজিদে নববী। এই মসজিদই ছিল গণতান্ত্রিক মদিনা রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রাণকেন্দ্র। আইন প্রণয়নের কেন্দ্রবিন্দু এবং ন্যায়নীতির শীর্ষস্থান, বিচার বিভাগের শীর্ষস্থান।

মদিনা রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল মদিনা সনদ-৫৩ অনুচ্ছেদ সম্মিলিত লিখিত সংবিধান। এর ভূমিকায় সনদকে চিহ্নিত করা হয়েছিল 'কিতাব' রূপে এবং আধুনিক অর্থে সংবিধান। সনদের ২৩, ৪০, ৪৬ ও ৫১ অনুচ্ছেদে সনদকে উলেখ করা হয়েছে 'সহিফা' হিসেবে এবং আধুনিক অর্থে তাও হলো সংবিধান। প্রকৃত প্রস্তাবে মদিনা সনদ ছিল একটি সংবিধান এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে এটাই হলো সর্বপ্রথম লিখিত পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। পাশ্চাত্যের প্রচারণায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অজ্ঞতায় এবং মুসলিম পন্ডিতদের ঔদাসীন্যের ফলে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের ছাত্রছাত্রীরা জানে, আমেরিকার সংবিধানই সমগ্র বিশ্বে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ১৭৮৯ সালে, কিন্তু এর প্রায় সাড়ে এগারো শ' বছর আগেই রচিত হয়েছে মদিনা সনদ। রাসূলুলাহ সা: রাজনীতিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় এক রাষ্ট্রনায়ক, শ্রেষ্ঠতম প্রজ্ঞায় বিভূষিত একজন জননেতা। যদি তিনি চাইতেন তিনি হতে পারতেন পরম পরাক্রমশালী সম্রাট। হতে পারতেন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ। মহামহিম সুলতান। আর তখনকার এটিই ছিল নিয়ম। সূচনা করতে পারতেন রোমান সম্রাটদের অথবা পারস্য সম্রাটের মতো অথবা চীনের রাজাধিরাজের মতো, মিসরের ফেরাউনদের মতো এক পারিবারিক ধারা (ফুহধংঃরপ ষরহব)। রাজনীতিক হলে তিনি হয়তো তাই করতেন, কেননা তখনকার বিশ্বে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে পৃথিবীর কোথাও গণতন্ত্রের চিহ্নিমাত্র ছিল না। রাজনীতিকরা সবসময় বর্তমান কালেই বসবাস করেন। তাদের দৃষ্টি থাকে ক্ষমতার দিকে এবং ক্ষমতাপ্রসূত সুযোগ-সুবিধা অথবা বৈভব-প্রভাবের দিকে। দৃষ্টি থাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অথবা পারিবারিক পর্যায়ে বিলাসিতার দিকে। আলাহর রাসূল হজরত মুহাম্মদ সা: ছিলেন একজন রাষ্ট্রনায়ক (ঝঃধঃবংসধহ), বর্তমানে বসবাস করেও তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন মানবজাতির ভবিষ্যতের দিকে, তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। মানবজাতির ঐক্য-সংহতির দিকেই তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন। দৃষ্টি দিয়েছিলেন তাদের পরিপূর্ণ জীবনের দিকে, তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সম্পূর্ণতার দিকে।

জনসম্মতির ওপর ভিত্তি করে যেসব রাষ্ট্র পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে; যেমন ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপবের পরে ইংল্যান্ডের অবস্থা অথবা ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তেরোটি উপনিবেশের অবস্থা অথবা ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপবের পরে ফ্রান্সের অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্কটজনক। গৃহযুদ্ধের আগুনে ঝলসে গেছে সমাজজীবন। অনিশ্চয়তার অন্ধকার থেকে গেছে চারদিক। কিন্তু মদিনা রাষ্ট্র বিশ্বময় মাথা তুলে সহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার সম্পদকে মূলধন করে বিশ্বজয়ী হয়ে ওঠে সেই মদিনা রাষ্ট্র। অথচ সপ্তম শতাব্দীতে রাষ্ট্র গঠনের আগে মদিনার অবস্থা ছিল অনেকটা নৈরাজ্যপূর্ণ। ওই সময় মদিনায় ছিল সুসংগঠিত আদি পৌত্তলিক সম্প্রদায়। ছিল দেশী ও বিদেশী ইহুদি জনগোষ্ঠী। তার পরে আসেন মক্কা থেকে হিজরত করে নব্য মুসলিমরা। প্রত্যেক ইতিহাসবিদ একথা অত্যন্ত জোরে প্রচার করেছেন যে, তখনকার আবর সমাজ ছিল গোত্র-গোষ্ঠীতে খন্ডছিন্ন, শতধাবিভক্ত এবং ওই সব গোত্র-গোষ্ঠী-উপজাতি সব সময় লিপ্ত ছিল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, হিংসা-বিদ্বেষ, অসূয়াতাড়িত প্রতিহিংসার জিঘাংসায়। সমাজে ছিল না কোনো ঐক্যবোধ, ছিল না সহানুভূতি অথবা সহযোগিতার কোনো সূত্র। সংক্ষেপে প্রাক-ইসলাম আরবে সমাজজীবনে 'নিঃসঙ্গ, দীন, কদর্য, পশুতুল্য এবং স্বল্পায়ু' (ঝড়ষরঃধৎু, চড়ড়ৎ, হধংঃু, নৎঁঃরং ধহফ ংযড়ৎঃ) মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক হজরত মুহাম্মদ সা: সৃজনশীল নেতৃত্বে এবং সীমাহীন আন্তরিকতার সেই খন্ডছিন্ন শতধাবিভক্ত সমাজ জীবনের অফুরন্ত কল্যাণকামী প্রবাহের সৃষ্টি হয়ে তা পরবর্তী সাত শ' বছর ধরে সাম্যী হয়ে সমগ্র বিশ্বের চিন্তা-ভাবনাকে আলোকিত করে রাখে। সৃষ্টি করে নতুন নতুন সৃষ্টির প্রাণ, যা অতীতে আর কখনো দেখা যায়নি।

মদিনা রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের রাষ্ট্র নয়, নয় কুরাইশদের অথবা মুহাজির বা আনসারদের। এই রাষ্ট্র সব ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার। মুসলমান ও ইহুদির। আদি পৌত্তলিক ও অমুসলিমদের। যে যার ধর্ম অনুসরণ করবে, কিন্তু জাতি হিসেবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সবাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এর প্রতিরক্ষায় সবাই কৃতসঙ্কল্প। জাতীয়তার প্রকৃতি বিশেষণকারী হাজারো তাত্ত্বিক আজ পর্যন্ত যেসব জটিল ক্ষেত্রে কোনো সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হননি, বিভ্রান্তির চোরাবালিতে পথ হারিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে মদিনা সনদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনায়কের নেতৃত্বে কিভাবে সহজ ও সরল পথে পথপরিক্রমা শুরু করেছিল তা আজো সবাই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পর্যালোচনা করে থাকেন। আধুনিক জাতীয়তার যেমন রয়েছে আকর্ষণীয় এক সম্মিলনের স্বর্ণসূত্র, অন্য দিকে তেমনি রয়েছে বিভাজনের এক প্রবণতা। কিছুসংখ্যক জনসমষ্টি একত্র হয়ে যেমন জাতি গঠন করে, তেমনি জাতি হিসেবে তারা বিশ্ব মানব সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে বিচ্ছিন্ন হয়েও পড়ে। মদিনা রাষ্ট্রটি কিন্তু একক উম্মাহ দেয়াল ডিঙিয়ে ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে রীতিনীতি এবং সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের সব বাধাবন্ধনকে জয় করে, বিশ্বময় উম্মাহর পথ প্রশস্ত করেছে। যে চুক্তির ভিত্তিতে মদিনা রাষ্ট্রের জন্ম হয়, সেই চুক্তিতে নবী করিম সা: স্বাক্ষর করেন একজন জননেতারূপে সততার মূর্ত রূপ জনকল্যাণকামী এক পরিপূর্ণ মানুষ রূপে। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকত, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব গণতন্ত্রের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়ে যেত সপ্তম এবং অষ্টম শতকেই। পাশ্চাত্যে আজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, গণইচ্ছা, গণ-অধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গর্ব করে এবং গর্বভরে বলে থাকে, একই ভিত্তিতে উন্নত এক সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে রাসূলে করিম সা: কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণসম্মতিভিত্তিক মদিনা রাষ্ট্রের আদর্শ সার্বিকভাবে বাস্তবায়ন হলে মানব জাতি উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারত। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের বিশেষজ্ঞ ও পর্যালোচকদের চোখে মদিনা রাষ্ট্রের গৌরবজনক বৈশিষ্ট্যগুলো সঠিকভাবে ধরা পড়েনি। আমাদের পন্ডিতদের মনোযোগও এসব বিষয়ে তেমনভাবে আকৃষ্ট হয়নি। আমরা তাই নিজেদের সোনার খনিকে উপেক্ষা করে অন্যদের কয়লা খনির মূল্য নির্ধারণেই অধিক ব্যস্ত রয়েছি এবং হীনমন্যতার শিকার হয়েছি। এই হীনমন্যতা জয় করতেই হবে।

মানব জাতির শিক্ষক এই মহামানবের রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা পর্যালোচনার আগে তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ও অত্যন্ত সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। হেরা গুহায় তাঁর ধ্যানমগ্নতা, তারপর বাস্তবতার জগতে তাঁর প্রত্যাবর্তন, এক কথায়, পারমার্থিকতা এবং যুক্তির তথা আধ্যাত্মিকতা এবং কর্মনিষ্ঠার সুষ্ঠু সমন্বয়- এই হলো এক দিকে যেমন তার জীবনের সৌন্দর্য, তেমনি ইসলামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান।

বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ সিন্ড্রম

৩১ নং পৃঃ পর

পালডেনকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অনারারি মেজর জেনারেল পদমর্যাদা দেয়া হয়েছিল। নেহরুও বলত এমন ছোট্ট দেশ দখল করার কোন অভিপ্রায় নাকি ভারতের নেই। ১৯৬০ সালে নেহরু কুলদীপ নায়ারকে বলেছিল ভারত সিকিমের মত একটি মাছিকে হত্যা করতে চায় না। অথচ তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধী ১৫ বছর পর সিকিম নামক মাছি রাষ্ট্রটিকে জাতীয় স্বার্থের অজুহাত তুলে হত্যা করল। যতই ভন্ডামি করুক আসলে সিকিম দখলের বীজ নেহরুই বুনেছিল। কেননা সিকিমের রাজতন্ত্রের পতনের লক্ষে সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস (এসএনসি) গঠনে তিনিই উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। এস এন সি নেতা লেন্দুপ দরজির গণতন্ত্রের সংগ্রামকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমত কাজী লেন্দুপ দরজি ও নামগয়াল পরিবারের মধ্যে ভীষণ শত্রুতাকে ভারত তাদের সিকিম দখলের মাস্টার প্লানে কাজে লাগায়। ক্যাপ্টেন ইয়াংজু লিখেছেন, "ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বেসামরিক পোশাকে রাজার বিরুদ্ধে গ্যাংটকের রাস্তায় মিছিল, আন্দোলন ও সংগ্রাম করত।" এমনকি লেন্দুপ দরজি নিজেই শর্মাকে বলেছেন, 'ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর লোকরা বছরে দু তিন বার আমার সাথে দেখা করত এবং কিভাবে আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে তা বুদ্ধি পরামর্শ ও কৌশল শেখাত। তাদের নির্দেশিত কৌশলে আন্দোলন চালানোর জন্য তেজপাল সেন নামক ভারতীয় একজন এজেন্ট ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অর্থ দিয়ে যেত। এ অর্থ দিয়েই সিকিমে রাজনৈতিক সন্ত্রাস পরিচালিত হত।'

শর্মা লিখেছেন, এ সিকিম মিশনের প্রধান চালিকা শক্তি ছিল ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা - রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং যা সংক্ষেপে 'র' নামে খ্যাত। এ সংস্থার ডাইরেক্টর অশোক রায়নার বহুল আলোচিত একটি বই হল - 'ইনসাইডরঃ দি স্টোরি অব ইন্ডিয়াস সিক্রেট সার্ভিস'। এ বইতে বাংলাদেশ অধ্যায়সহ সিকিমের বিষয় বিস্তারিত বর্নিত আছে। তিনি লিখেছেন, ভারত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ১৯৭১ সালেই সিকিম দখল করে নেয়া হবে। সেজন্য সিকিমে প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য আন্দোলন, হত্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি ইত্যাদি করা হচ্ছিল। অনেক চেষ্টার পর হিন্দু নেপালি ইস্যুকে বড় করে বিভক্তি সৃষ্টির চেষ্টায় শেষাবধি ভারতের সফলতা মিলে। গ্যাংটক পোস্টের সম্পাদক সিডি রাই বলেছেন, সিকিমের নেপালি বংশোদ্ভুত সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা ভালভাবেই ছড়ানো হল যে, সিকিমের বৌদ্ধ রাজা তাদের নির্যাতন ও নিষ্পেষণ করছেন। ফলশ্রুতিতে সুশীল ও এলিট শ্রেণী এক হয়ে ভাবতে শুরু করল - বৌদ্ধ রাজার নির্যাতনের চেয়ে আমাদের ভারতীয় হয়ে যাওয়াই ভাল।

ক্যাপ্টেন সোনম ইয়ংডা দাবি করেছেন, সিকিমের রাজার বিরুদ্ধে লেনদুপের আন্দোলন ছোট ছিল এবং তা হয়েছে সম্পূর্ণ ভারতীয় অর্থানুকূল্যে। তার মতে, ভারত এ সময় ডাবল গেম খেলেছিল। ভারতীয় নেতারা একদিকে সিংহাসন নিরাপদ বলে সিকিমের রাজাকে আশ্বস্ত করেছিলেন এবং তাকে বলা হচ্ছিল যে, তিনি সঠিক পথে আছেন। অপরদিকে লেনদুপ দরজিকে অর্থ ও লোকবল দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে য়েত বলে যাতে দেশের অধিকাংশ লোককে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এক সারিতে আনা যায়। এরফলে ১৯৭৪ সালের সিকিমের সাধারণ নির্বাচনে লেনদুপ দরজির দল এস এন সি পার্টি ৩২ টি আসনের ৩১টিতে বিজয়ী হয়। এর আগে অবশ্য দিল্লীর চাপে রাজা ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় একটি সমঝোতায় আসতে বাধ্য হন। ১৯৭৩ সালের ৮ মে অনুষ্ঠিত এ ত্রিপক্ষীয় মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব চেওয়াল সিংহ এবং ভারত সমর্থিত তিনটি পার্টি সিকিম ন্যাশনাল পার্টি, সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস ও জাতীয় কংগ্রেস। ভারতের চাপে রাজা তখন এ ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সহি করতে বাধ্য হয়। এর আগের মাসে এক নাগাড়ে দশদিন আন্দোলন চলল তথাকথিত গণতন্ত্রের পক্ষে। মজার বিষয় হল, এ হাজার হাজার আন্দোলনকারীদের গ্যাংটকের পালজোর স্টেডিয়ামে আটকে রেখে 'ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ' শ্লোগান উঠাতে বাধ্য করা হয়। এ আন্দোলনের শেষ দিন ভারত বিএস দাশকে পলিটিক্যাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ দিলে সিকিমের তিনটি ভারতীয় দালাল পার্টি আন্দোলন উঠিয়ে নেয়। এর কয়েকদিন আগে রাজার কাছে খবর এসেছিল, এ তিন পার্টিও জয়েন্ট এ্যাকশন কমিটি (জেএসি) ১৫ হাজার মানুষের এক কর্মী বাহিনী নিয়ে সংখোলা থেকে গ্যাংটকের দিকে এগুচ্ছে। ভীত রাজা ভারতের সাহায্য চাইলেন। এদিকে জেএসিও ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তাদের কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাল এবং অনতিবিলম্বে সিকিমে ভারতের হস্তক্ষেপ কামনা করল। এভাবে ভারতের জন্য সিকিমে হস্তক্ষেপ করতে কোন বাধাই আর রইল না। এভাবে ভারতের তিন দশকের পরিকল্পনা, অর্থ ব্যয় এবং আনুষাঙ্গিক কর্মকাণ্ড স্বার্থক রূপ লাভ করল।

এদিকে নির্বাচনে জিতে ১৯৭৫ সালের ২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং এ প্রদানমন্ত্রী লেনদুপ দরজি রাজতন্ত্র বিলোপ সাধনের জন্য সিদ্ধান্ত এবং রেফারেন্ডমের সিদ্ধান্ত নিলেন। চারদিন পর সারাদেশের ৫৭টি স্থান থেকে ফলাফল এলো - সিকিমের জনগণ রাজতন্ত্র বিলোপের বিপক্ষে। অবশ্য কৃষিমন্ত্রী কে সি প্রধান অবশ্য বলেছেন, পুরো ব্যাপারটিই নাকি সাজানো। ভারতীয় বাহিনী বন্দুকের মুখে ভোটারদের হ্যাঁ ভোট দিতে বাধ্য করে।

আমার লেখাটি পড়ে এখন আপনারাই বাংলাদেশের সাথে পরিস্থিতিটা একটু মিলিয়ে নিতে অনুরোধ করছি। এ বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে মন্তব্য আগামীতে দেয়ার আশা করছি ইনশাল্লাহ।

(অধ্যাপক ওমর ফারুক একজন লেখক, সামাজিক গবেষক এবং ইংরেজি সাপ্তাহিক ঢাকা পোস্ট সম্পাদক। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক নির্বাহী সদস্য।)

নামাজের সময়সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০৬ ফেব্রুয়ারী	৬.০৭	৭.৪৫	১২.১৯	২.৫৫	৪.৪৬	৬.১৮
০৭ ফেব্রুয়ারী	৬.১৩	৭.৫১	১২.১৮	২.৪৬	৪.৩৭	৬.১০
০৮ ফেব্রুয়ারী	৬.১২	৭.৫০	১২.১৮	২.৪৮	৪.৩৯	৬.১১
০৯ ফেব্রুয়ারী	৬.১০	৭.৪৯	১২.১৮	২.৫০	৪.৪১	৬.১৩
১০ ফেব্রুয়ারী	৬.০৯	৭.৪৮	১২.১৮	২.৫১	৪.৪২	৬.১৪
১১ ফেব্রুয়ারী	৬.০৮	৭.৪৬	১২.১৮	২.৫৩	৪.৪৪	৬.১৬
১২ ফেব্রুয়ারী	৬.০৭	৭.৪৫	১২.১৯	২.৫৫	৪.৪৬	৬.১৮